দৈনিক ইনকিলাব

18 JAN 1988
তারিখ 18 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

024

18 JAN 1988

শিক্ষাঙ্গন

মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গে

সম্প্রতি মেডিকেল কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত বিধিমালা চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে পরীক্ষার্থীদের শতকরা ৪০ জনকে জেলা কোটা এবং অবশিষ্ট ৬০ জনকে জাতীয় মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করানো হবে। এটা খুবই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কারণ এতে দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতির সম্ভাবনা নেই। এজন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি কিন্তু সম্প্রতি ঘোষিত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ২·৫ ভাগ নম্বর বাদ দেয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই দুঃখজনক।

বলাবাহুল্য বর্তমানে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া খুবই প্রতিযোগিতামূলক। এমনিতেই প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসনের স্বল্পতা হেতু উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি হতে পারছে না। যার প্রমাণ মেডিকেল কলেজের শুধুমাত্র ১২০০ আসনের জন্য প্রতি বছর ৬/৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। এর মধ্যে আবার উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ চাওয়া মানে উপযুক্ত মেধার বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করা। কারণ যারা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল নম্বরসহ মোট ১২০০ নম্বর পেয়েও বাংলা বা ইংরেজীতে কম নম্বর পাওয়ার ফলে একটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের জন্য এই শর্ত অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কারণ ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় খারাপ এরকম ধারণা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে পরীক্ষায় নকল, পরীক্ষার পূর্বে মফস্বলের স্কুল-কলেজে স্থানান্তর ইত্যাদি দুর্নীতি সম্প্রসারিত হতে বাধ্য। অন্যদিকে অনিয়মিত ছাত্রদের বেলায় ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ২·৫ ভাগ নম্বর বাদ দেয়া মানে এদেরকে মেডিকেল কলেজে ভর্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। হয়ত কোন বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, শারীরিক অসুস্থতা, যোগাযোগ বিভ্রাট ইত্যাদি কারণে একজন ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারল না। ফলে, বাধ্য হয়ে তাকে পরবর্তী বছর অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু পরীক্ষায় যথার্থ নম্বর পেয়েও প্রাপ্ত নম্বরের ২·৫ ভাগ নম্বর বাদ দেয়া পরীক্ষার্থীর উপর নির্যাতন বৈ আর কিছু নয়। কারণ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষায় আড়াই নম্বরের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই জাতীয় মেধার উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ১২০০ নম্বর করার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করি।

—মোঃ মঈনুদ্দীন

ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুলের সমস্যা

রাজধানী ঢাকার মিরপুরে ইউ, সি, ই, পি, পরিচালিত ছায়ানীড় এক মনোরম পরিবেশে ইউসেপ স্কুলটি অবস্থিত। ১৯৭২ সনে সুইজারল্যাণ্ডের একজন উৎসাহী ব্যক্তি মিঃ এলেন চেইনীর চেষ্টায় এই টেকনিক্যাল স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ ১২টি স্কুল রয়েছে। এগুলোর সবক'টির নাম ইউসিইপি বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ে রোজগারী বালকরা ৮ম শ্রেণী পাস করে মিরপুর টেকনিক্যাল স্কুলে আসে কারিগরি শিক্ষা লাভ করার জন্য। কিন্তু স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর থেকে স্কুলটিতে নানা ধরনের সমস্যা ও অভাবের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। শিক্ষার যন্ত্রাদি থেকে শুরু করে ছাত্রদের ছাত্রাবাস, শ্রেণী কক্ষ, টয়লেটের পানি, ছাত্রদের মাসিক ভাতা, শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা ইত্যাদি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিশেষ করে ইউসিইপি বিদ্যালয় থেকে ৮ম শ্রেণী পাস করা ছাত্রদের টেকনিক্যাল স্কুলে এসে একটি মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্কুল সংলগ্ন কোন ছাত্রাবাস না থাকায় অনেক ছাত্রকে বাসা থেকে ৪-৫ মাইল রাস্তা বাসে চড়ে অতিক্রম করে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হতে হয়। বর্তমানে স্কুলটিতে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দেড়-দুই হাজারেরও বেশী। ছাত্রদের তুলনায় ক্লাশ রুম কম হওয়ায় প্রাকটিক্যাল রুমে ক্লাশ করতে হয়। আবার ছাত্রদের জন্য যে টয়লেট ও বাথরুম রয়েছে সেখানে ঠিকমত পানি পাওয়া যায় না। বর্তমানে সেগুন বাগিচায় অবস্থিত ছাত্রদের ছাত্রাবাসটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আগে ছাত্রদের মাসিক ভাতা একসঙ্গে মাসের ৪-৫ তারিখের মধ্যে দেয়া হতো। বর্তমানে তা অর্ধেক করে দুই কিস্তিতে দেয়া হয়। এদিকে ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতিতো দূরের কথা বরং অবনতিই হচ্ছে। ফলে স্কুল থেকে দু'বছরের কোর্স শেষ করে বাইরে গিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই যদি কারিগরি বিদ্যালয়ে এরকম অবনতি হয় তাহলে ছাত্ররা কোন ভবিষ্যতের আশায় এখানে আসবে? ছাত্ররা টেকনিক্যাল স্কুলে আসে কোন ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ লাভের আশায়। তাই অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

—মোঃ জামাল উদ্দিন (লিটন)